(৪৬)

JUL. 2 7 2006

·২ 7-2006

শিকেয় উঠেছে কোটি শিক্ষার্থীর লেখাপড়া

ঘটের ২২ দিন : শিক্ষকদের আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ

ইনকিলাব

নাব রিপোর্ট

রী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট একদিন করে তিন সপ্তাহ গড়িয়েছে। রী শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবী আদায়ে এ ধর্মঘট আজ চতুর্থ সপ্তাহে পড়েছে। অর্থাৎ আজ নিয়ে টানা ২২ দিন দেশের ৯৮ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচ বছর আগের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের এ ন্দোলনে অপূরনীয় ক্ষতি হচ্ছে ক্ষার্থীদের। প্রতিদিন ক্লাস হওয়ার আশায় ক্ষার্থীরা ক্লাসে আসছে। শিক্ষকদের সাথে দের দেখা হচ্ছে কিন্তু ক্লাস নিচ্ছেন না শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ফলে ঘুরে ফিরে সময় কাটিয়ে চলে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সমাগত সান্মাসিক পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রস্তুতি নেই। শিকেয় উঠেছে কোটির অধিক শিক্ষার্থীর লেখাপড়া। এ অবস্থায় অনেক অভিভাবকও সন্তানের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে ধর্মঘটের কারণ শুনে শিক্ষক কর্মচারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অচলাবস্থার জন্য ১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

শিকেয় উঠেছে কোটি শি

এর পৃষ্ঠার পর

ারের হেয়ালীপনাকে দায়ী করছেন। ামন্ত্রী চলছেন সম্বুক গতিতে। এ অবস্থার ন্তেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর াগ না নেয়ায় আন্দোলনরত শিক্ষক নগুলোর পক্ষ থেকে গতকাল শিক্ষক- রী ঐক্যজোট সরকার পক্ষকে চিঠি দিয়ে াচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

কে গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে খোঁজ- নিয়ে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে সহসাই চলাবস্থা অবসানের কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে ধর্মঘটের এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রধানমন্ত্রী া খালেদা জিয়া, শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ ষ্ট আমলাদের তার দপ্তরে ডেকে নিয়ে । শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের আলোচনার লে বসিয়ে সমস্যা সমাধানের নির্দেশ ও শুরু থেকেই তা নিয়ে চলছে লুকোচুরি ।। উপেক্ষিত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী আন্দোলনরত ারার শিক্ষক সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতারা ছন সকলে মিলে এক সাথে আলোচনায় ৫। কিন্তু মন্ত্রী তাতে গড়রাজি। তিনি ছন সম্পূর্ন উল্টো পথে। লাজে লাল ামন্ত্রী নিজ মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে ভিন্ন ালয়ের একজন উপমন্ত্রীকে ঘটকালীর ত্ব দিয়েছেন। শিক্ষকরা উপমন্ত্রীর ালীতে ত্যক্ত-বিরক্ত শিক্ষক-কর্মচারী বৃন্দ। গতকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে, ওই উপ- অনানুষ্ঠানিক আলোচনার টোপ ফেলে কটি সংগঠনের নেতাদের কাছে চরমভাবে খ্যাত হয়েছেন। আন্দোলনরত মূলধারার ক সংগঠন সমূহের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে হয়েছে, আলোচনা হবে দালাল মুক্ত। সে াচনায় সকল সংগঠনের নেতাদের এক আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। সিদ্ধান্তে অনড় শিক্ষক সংগঠনগুলো ব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচী অব্যাহত ছে। জেলা উপজেলা থেকে রাজধানীর পথ শিক্ষক-কর্মচারীদের দখলে থাকছে। তর শিক্ষক আন্দোলন রাজনৈতিক লোর কর্মসূচীকেও হার মানাচ্ছে। এরই াহিকতায় গতকালও রাজধানীতে মিছিল বশ হয়েছে। সংবাদ সম্মেলন করেছে ক কর্মচারী ঐক্যজোট।

ক কর্মচারী ঐক্যজোট

ক সমাজের পেশাগত সমস্যা এবং ালনরত শিক্ষকদের দাবীর বিষয়ে একটি ী মহলের পরামর্শে সরকারকে গাদানকারী শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ দাবী ছেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট নেতৃবৃন্দ। জোটের উদ্যোগে গতকাল দুপুরে াজার ইস্পাহানী গার্লস হাইস্কুলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, ক ধর্মঘটের কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নামার উপক্রম হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ামন্ত্রীর বর্তমান ভূমিকা হচ্ছে 'রোম পুড়ছে বাঁশী বাজাচ্ছে'। শুধু তাই নয় শিক্ষামন্ত্রী ক সমাজের দাবী পূরণের বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সকল দোষ চাপিয়ে আগামীতে অর্থমন্ত্রী ার স্বপ্নে বিভোর।

দ সম্মেলনে বলা হয় শিক্ষক ধর্মঘট এবং ক কর্মচারীদের দাবীর বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর এ া শিক্ষক সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। লে পিঠ ঠেকে গেলে দেশের শিক্ষক সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে শিক্ষামন্ত্রীর সকল চষ্টা সরকারের জন্য আত্মঘাতি হবে। আর । শিক্ষামন্ত্রীর বর্তমান স্বপ্নভঙ্গ হবে। আর । পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আজ যা সামান্য দিয়ে ্যার সমাধান সম্ভব ভবিষ্যতে তা কয়েকশ' বেশী দিয়েও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে না। শিক্ষক টের কারণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস র উপক্রম হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ামন্ত্রীর ভূমিকা হচ্ছে 'রোম পুড়ছে নিরু বাজাচ্ছে'। শুধু তাই নয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষক জের দাবী পূরণের বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর উপর [illegible]

শিক্ষামন্ত্রী এ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তা না হলে এ ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি করতে হবে শিক্ষামন্ত্রীকেই। তিনি আরও বলেন, শিক্ষক সমাজকে বঞ্চিত করে সরকারের কাছে ভাল হতে চেষ্টা করে এবং অর্থমন্ত্রীর স্বপ্ন না দেখে নিজ দায়িত্ব পালনের সুযোগ এখনও আছে। তা না হলে শিক্ষামন্ত্রীর ব্যর্থতা সরকারের জন্যই আত্মঘাতী হবে।

সংবাদ সম্মেলনে ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচী হচ্ছে ২৭ জুলাই জেলাসমূহের সড়কে, রাজধানীর মুক্তাঙ্গনের সামনের রাজপথে সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচী পালন, ২৯ থেকে ৩১ জুলাই বিভাগীয় পর্যায়ে জনসংযোগ এবং ২ আগস্ট ঢাকায় সহাবস্থান প্রয়োজনে সেখান থেকে আমরণ অনশন কর্মসূচী।

শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট

সরকারের সকল ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার উপেক্ষা করে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী জেলা-উপজেলা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ২ দিনব্যাপী মহাসমাবেশে অংশগ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের জাতীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। বিবৃতিতে বলা হয়, পৌনে ৫ বছরেও প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে ছাত্র-শিক্ষক উভয়কে জিম্মি করে সরকার নিজেই ২৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে রেখেছে। নেতৃবৃন্দ বকেয়াসহ ১০ ভাগ বেতন ও ন্যূনতম আর্থিক প্রত্যাশাগুলো পূরণ এবং ৯ কালাকানুন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ঘোষিত প্রতিটি কর্মসূচী পালনের আহ্বান জানান। আন্দোলনের চূড়ান্ত মূহূর্তে সরকার ও দালালদের সম্ভাব্য বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা সম্পর্কেও তারা সতর্ক করে দেন। ৩ সপ্তাহের বেশী সময় ধরে বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে চালুর লক্ষ্যে শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য অভিভাবকসহ সর্বস্তরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ও শিক্ষানুরাগী জনগণ, সকল শ্রেণী-পেশা, দল-মত, সমাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতি ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ উদাত্ত আহ্বান জানান।

সরকারের সাথে কথিত আলোচনা প্রসঙ্গে ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে অর্থমন্ত্রীর একটি ফলপ্রসূ বৈঠকই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে দালালদের সাথে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ অথবা আলোচনার জন্য কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, কাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না, তা নিয়ে অনাবশ্যক ধূম্রজাল সৃষ্টি ও দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বন করা হচ্ছে। এর ফলে দেড় কোটি ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন বিপন্ন করে তোলা হচ্ছে।

বিবৃতিদানকারী নেতৃবৃন্দ হলেন প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ, আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল মোঃ শাহজাহান, প্রফেসর আসাদুল হক, প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ, আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, প্রিন্সিপাল মোঃ শাহজাহান, প্রফেসর আসাদুল হক, প্রিন্সিপাল এমএ রশিদ, প্রিন্সিপাল এমএ সাত্তার, যুগ্ম আহ্বায়ক এসএমএ জলিল, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, প্রিন্সিপাল মিজানুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

ঢাকা মহানগর কলেজে এক সভা করে শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ নেতৃবৃন্দ আগামী ৪ আগস্ট মুক্তাঙ্গনে তাদের প্রতিনিধি মহাসমাবেশ সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রিন্সিপাল রবিউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলছে। শিক্ষকরা রাজপথে নেমেছে। সরকার শিক্ষকদের ন্যায্য

সভায় নেতৃবৃন্দ আন্দোলনকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ঘোষিত আগামী ২৯ জুলাই সকাল ১০টায় ঢাকাস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য উপজেলা, জেলা, অঞ্চলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের জাতীয় প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আহ্বায়ক ডঃ ম আকতারুজ্জামান, প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রিন্সিপাল শাহজাহান আলম সাজু, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, প্রফেসর এমএ বারী, মোঃ জহির উদ্দিন, উপদেষ্টা চৌধুরী খুরশীদ আলম, কে এম আবুল হাসান, আলাউদ্দিন ভূঁইয়া, রঞ্জিত কুমার সাহা, আতিয়ার রহমান, আব্দুর রহমান, মনি হালদার প্রমুখ।

শিক্ষক সমিতি (জয়নুল)

আন্দোলনরত বেসরকারী শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনার না[illegible] প্রহসনের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতি (জ[illegible]) গতকাল মুক্তাঙ্গনে আলহাজ্ব সাখাওয়াত হোসেন মল্লিকের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ করেছে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার যে নীলনকশায় শিক্ষকদের ধর্মঘটকে বানচাল করতে চায় শিক্ষক সমাজ তা হতে দেবে না। সরকার কোন ষড়যন্ত্র, অপকৌশল বা চাপ প্রয়োগ করে শিক্ষকদের ধর্মঘট ভাঙ্গাতে বাধ্য করলে অতীতের সরকারের ন্যায় এ সরকারকেও ভবিষ্যতে কঠিন মূল্য দিতে হবে। সমাবেশে বলা হয়, ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে দাবী না মানলে ৩১ জুলাই সভা করে মহাসমাবেশ, অবস্থান ধর্মঘট ও আমরণ অনশন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহাসচিব মোহাম্মদ আলীসহ মোয়াজ্জেম হোসেন ভূঁইয়া, মোঃ গোলাম হোসেন সোহেল, জাহিদুল কবির আজাদ, আবুল বাসার, কাজী আমিরুল ইসলাম, সাজেদা বেগম, মেহেরুন্নেসা, নাসির উদ্দিন আহমেদ, কেজি মোস্তফা, ডি এম এ মজিদ, এস এম মইনুল হক, জহিরুল আলম মোল্লা প্রমুখ।

শিক্ষক সমিতি (বা-ন)

আলোচনার নামে টালবাহানা, শিক্ষক আন্দোলনকে নস্যাৎ করার গভীর ষড়যন্ত্র, দালালদের দালালি কঠোর হস্তে দমন করা হবে। গতকাল মিরপুরস্থ আলহাজ মধু বেপারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সভাপতি মোঃ আবুল বাশার হাওলাদারের সভাপতিত্বে শিক্ষক সমিতি (বা-ন)'র এক জরুরী সভায় একথা বলা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনরত সকল শিক্ষক সংগঠনে সাথে (দালাল চক্র বাদে) আনুষ্ঠানি আলোচনার মাধ্যমে ১০০% বেতনভাতা, পূর্ণা ঈদ বোনাস, জাতীয় স্কেলে মেডিকেল ভাত বাড়ীভাড়া, ইনক্রিমেন্টসহ শিক্ষকদের ন্যায় দাবী মেনে নিতে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষে কামনা করেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী নির্দেশের পরও এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের সাথে আলোচনা না করার ব্যর্থতার জন্য শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের পদত্যাগ দাবী করেন। দালালদে দালালি, শিক্ষক নির্যাতন, আলোচনার নামে কালক্ষেপণের প্রতিবাদে এ সংগঠনের পক্ষ থেকে আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টা ঢাকার মুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশের আহ্বান করা হয়েছে। সভায় বক্তব রাখেন মোঃ নজরুল ইসলাম রনিসহ মোঃ আ সাইদ, মীর আঃ মালেক, এ কে এম আঃ কাদে ভূঁইয়া, রেজাউল করিম, মোঃ বাছির উদ্দিন মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মো লুৎফর রহমান প্রমুখ।

ঢাকা মহানগর শাখা

শিক্ষক সমিতি (জুলফা-নজরুল)

গতকাল (বুধবার) শিক্ষক সমিতি (জুলফা নজরুল)'র ঢাকা মহানগর শাখা আন্দোলনরত বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক-কর্মচারীদে চাকরি জাতীয়করণের লক্ষ্যে প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের উচ্চতর স্কেল প্রদান, নিয়মিত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, জাতীয় স্কেলে বাড়ীভাড়া ১২ ও ১৫ বছরে দুটি টাইম স্কেল, পূ উৎসবভাতা ও নগরভাতা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকরিবিধি প্রণয়নসহ বিভিন্ন দাবীতে মুক্তাঙ্গনে এক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেন আ ক ম রশীদ আহমদ। বক্তব্য রাখেন এস এম আলী আশরাফ কবির, আলহাজ নজরুল ইসলাম জুলফা, মুহাম্মাদ এ কে এম শাবুল বাসার, আব্দুল কুদ্দুস, মমতাজ খানম, আবুল হোসেন, সুলতান আহমদ প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন আগামী ১ আগস্টের মধ্যে দাবী পূরণ করা না হলে শিক্ষক সমিতি বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে।

কর্মচারী ফেডারেশন

বাংলাদেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটি গতকাল মোঃ মিজানুর রহমান মণ্ডলের সভাপতিত্বে হাবীবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজে সভা করে। সভায় ২৮ জুলাই-এর মহাসমাবেশ পরিবর্তন করে ২৫ আগস্ট ঢাকার মুক্তাঙ্গনে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঢাকায় মহাসমাবেশের পূর্বে ৬টি বিভাগের জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মতবিনিময় সভা করবেন।

কর্মচারীদের চাকরিবিধি বাস্তবায়নসহ ৬ (ছয়) দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলমান ধর্মঘট অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়।

ইসলামী শিক্ষা উন্নয়ন আন্দোলন

মাদ্রাসা শিক্ষকদের ১১ দফা দাবীসহ শিক্ষকদের সকল দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ইসলামী শিক্ষা উন্নয়ন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। গতকাল এক বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি ডঃ একেএম মাহবুবুর রহমান ও মহাসচিব মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হাবীবুল আলম বলেছেন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফাজিল কামিলের মান প্রদান ও ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের বেতন স্কেলের আওতাভুক্তসহ স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের ন্যায্য দাবী মেনে নেয়া সরকারের নির্বাচনী ওয়াদা। সরকার [illegible]